[মূল ইংরেজী পাঠ হইতে বাংলায় অনূদিত পাঠ]

(বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়

''প্রজ্ঞাপন''

ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৭

নং-১০১৫-পাব-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের রাষ্টপতি কর্তৃক ১৯৭৭ সনের ২৮ শে ডিসেম্বর জারীকৃত নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ সর্বসাধারনের অবগতির জন্য পেশ করা হচ্ছে ঃ

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড অধ্যাদেশ,১৯৭৭
(১৯৭৭ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ)
বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যাদেশ

(১৯৭৭ সনের ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়

''প্রজ্ঞাপন''

ঢাকা, ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭

নং-১০১৫-পাব-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৭৭ সনের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জারীকৃত প্রণীত নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ এতদ্দ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭
(১৯৭৭ সালের ৬২ নং অধ্যাদেশ)

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে
অধ্যাদেশ

যেহেতু রেশম চাষ ও রেশম শিল্প এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলীর সহিত সম্পৃক্ত ব্যাক্তিবর্গের কল্যানে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড নামে প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করা সমীচিন ;

সেহেতু, এক্ষণে, ২০ আগষ্ট, ১৯৭৫ এবং ও ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে ন্যস্ড় সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্ন বর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ

১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** - এ অধ্যাদেশ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ নামে অভিহিত হইবে।

২. **সংজ্ঞা-** বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে -

ক) "বোর্ড "অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান;

খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ এই অধ্যাদেশের ৬ এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান;

গ) "ফিলেচার কাঁচা রেশম" অর্থ মানব বা পশু শক্তি চালিত নহে এমন যন্ত্রচালিত বা বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের সাহায্যে রেশম গুটি হইতে প্রস্তুত কাঁচা রেশম তন্তু;

ঘ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের একজন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অর্ন্তভুক্ত ;

ঙ) "নির্দ্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধান দ্বারা নির্দ্ধারিত ;

চ) "প্রবিধান" অর্থ এই ২১ এর ধারা অধীন প্রণীত প্রবিধান ;

ছ) "বিধিমালা" অর্থ ২০ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা ;

জ) "স্পান সিল্ক" অর্থ নষ্ট গুটি বা লাট গুটি, এন্ডি গুটি, রেশমের টুকরা অথবা উচ্ছিষ্ট রেশম চরকায় প্রস্তুতকৃত সূতা ;

৩. **বোর্ডের গঠন** - (১) সরকার এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর যতশ্রীঘ্রই সম্ভব এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ রেশম বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারন সী মোহর থাকিবে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকার রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪. **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি-(১)** রাজশাহীতে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় থাকিবে।

(২) বোর্ড যেই স্থানে উপযুক্ত মনে করিবে সেই স্থানে কার্যালয় ও শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

৫. **ব্যবস্থাপনা**- বোর্ড ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নীতির প্রশ্ন সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নিদের্শনা অনুযায়ী পরিচালিত হইবে

৬. **বোর্ড**- (১) নিম্নোক্ত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

সার্বক্ষনিক সদস্যবর্গ-

ক. সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সাবক্ষনিক চেয়ারম্যান;

খ. সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অনধিক তিন জন সদস্য;

খন্ডকালীন সদস্যবর্গ-

গ. নিবন্ধক, সমবায় সমিতি সমূহ, পদাধিকারবলে;

ঘ. পরিচালক, বস্ত্র দপ্তর, পদাধিকারবলে;

ঙ. রেশম পোকা পালনকারী, রেশম সূতা উৎপাদনকারী, রেশম বস্ত্র বুননকারী ও রেশম পণ্যের ব্যবসায়ীগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া মোট তিন জনকে সরকার মনোনীত করিবে; এবং

চ. অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজনকে মনোনীত করিবে;

২) পদাধিকার বলে মনোনীত সদস্যবর্গ ব্যতিত অন্যান্য সদস্যবর্গ নিয়োগ অথবা, ক্ষেত্রমত, মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে পদে বহাল থাকিবেন;

৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে সার্বক্ষনিক সদস্যবর্গ নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন ;

৪) পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যবর্গ ব্যতিত অন্যান্য সদস্য সরকারের নিকট লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যে কোন সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেনঃ

৫) চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন;

৬) চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সার্বক্ষণিক সদস্য বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, তাহাদের উপর অর্পিত বা নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন;

৭) কেবল বিদ্যামান পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রটি থাকার কারণে ইহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ্য হইবেনা।

৭. **সদস্যবর্গের অযোগ্যতা ও অপসারণ** - (১) কোন ব্যাক্তি সদস্য হইবার যোগ্য হইবে না বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি-

(ক) কোন সময় সরকারী চাকুরীর জন্য আযোগ্য বা সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন; অথবা

(খ) কোন সময় নৈতিক স্খলন জনিত অপরাধে দোষী সাবাস্ত হইয়া থাকেন; অথবা

(গ) কোন সময় দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন ; অথবা

(ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হইয়া থাকেন;অথবা

(ঙ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক; অথবা

(চ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ছুটি ব্যতিত এবং অন্যান্য সদস্যর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত ছুটি ব্যতিত যদি পর পর তিনটি সভায় যোগদানে বিরত থাকেন ঃ

তবে শর্ত থাকিবে যে, এই দফা পদাধিকার বলে নিয়োগকপ্রাপ্ত সদস্যবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেনা;

(২) ধারা ৬ এর উপধারা (২) এ বিদ্যামান থাকা সত্ত্বেও সরকার বোর্ডের যে কোন সদস্যকে আদেশের মাধ্যমে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

ক) এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন বা সরকারের বিবেচনায় দায়িত্বসম্পাদনে অক্ষম হন; অথবা

খ) সরকারের বিবেচনায় সদস্য হিসাবে তাহার পদের অপব্যবহার করিয়া থাকেন; অথবা

গ) সরকারের লিখিত অনুমিত ব্যতিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজে বা কোন অংশীদারের মাধ্যমে জ্ঞাতসারে বোর্ডের বা বোর্ডের পক্ষে সম্পাদিত কোন চুক্তি বা চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে কোন শেয়ার বা স্বার্থ অর্জন করেন বা অধিকারে রাখেন;

৮. বোর্ডের কার্যাবলী- বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নরূপ-

ক) রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;

খ) রেশম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও আর্থিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যেগ গ্রহণ, সহায়তা অথবা উৎসাহ প্রদান;

গ) তুঁত ভেরেন্ডা সংশিষ্ট অন্যান্য উদ্ভিদের উন্নতজাতের চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বিতরণ করা;

ঘ) উন্নতজাতের সুস্থ পলুপোকার ডিম পালন, উদ্ভাবন ও বিতরন করা ;

ঙ) রেশম গুটি হইতে সুতা আহরণ এবং কাঁচা রেশমের মান উন্নত করা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা; প্রয়োজনে সকল কাঁচা রেশম যথাযথভাবে যন্ত্রপাতি সজ্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সিল্ক কন্ডিশনিং হাউস এর মাধ্যমে পরীক্ষা ও গ্রেডিং করার পর বাজারজাতকরণের বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা করা;

চ) চরকা রিলিং ও ফিলেচারে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে কারিগরী পরামর্শ প্রদান;

ছ) কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন করা;

জ) রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উপর বিভিন্ন তথা/উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা;

ঝ) রেশম চাষ ও শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্টদের ঋণদানের সুবিধাদি সৃষ্টি করা;

ঞ) ন্যায্যমূল্যে রেশম শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালসহ রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষাংগিক দ্রব্যাদি সিল্ক রিলার, উইভার ও প্রিন্টারদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

ট) দেশে-বিদেশে রেশম ও রেশম সামগ্রী জনপ্রিয় ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা;

ঠ) রেশম সামগ্রী রপ্তানী করিবার জন্য রেশম সামগ্রীর মানোন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং সিল্ক রিলার, রিয়ারার, স্পীনার, উইভার এবং প্রিন্টারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধা সৃষ্টি করা;

ড) রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে নিয়োজিতদের ব্যাক্তিদের সাধারণ সুবিধার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা ও বাস্ড়বায়ন করা;

ঢ) স্পান সিল্ক বিল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ণ) সেস (cess) আদায় করা;

উপরি-উক্ত কার্যাদির সম্পাদনের ক্ষেত্রে যেইরূপ প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক হয় সেইরূপ আনুষাংগিক বা সহায়ক সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৯. **বোর্ড সভা-** (১) নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি ব্যতিত প্রবিধান অনুযায়ী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ড় চেয়ারম্যানের নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত দিন, তারিখ ও স্থানে বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিমাসে অন্ড়তঃ একবার বোর্ড সভা হইতে হইবে।

(৩) বোর্ড সভায় কোরাম গঠনের জন্য চেয়ারম্যানসহ তিনজন সদস্যে উপস্থিতি থাকিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি প্রাপ্ত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) সভায় আলোচিত সকল বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবর্গের প্রদত্ত সর্বাধিক ভোটে সিদ্ধান্ড় গৃহীত হইবে এবং সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভার সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

শর্ত থাকে যে, উপস্থিত সদস্যদের সর্বাধিক ভোটে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ড় যদি চেয়ারম্যানের বিবেচনায় সরকারী নীতিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হইলে তিনি বিষয়টি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সরকারের সিদ্ধান্ড়ই চূড়ান্ড় বলিয়া গণ্য হইবে।

১০. **বোর্ডের তহবিল - (১)** বোর্ডের তহবিলে নিম্নোক্ত উৎস হইতে অর্থের সংস্থান হইবে -

(ক) সরকারের নিকট হইতে ঋণ ও অনুদান;

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রে ঋণ উত্তোলণ;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিদেশী সংস্থা বা বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও অনুদান;

(ঘ) বিনিয়োগ এবং সম্পদ হইতে আহরিত আয়; এবং

(ঙ) এই অধ্যাদেশ বলে সংগৃহীত সেস্ (Cess)।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে বর্নিত সকল কর্মকান্ড সংক্রান্ত ব্যয় মিটানোর জন্য এবং বোর্ডের সকল ব্যয় নর্বাহের জন্য বোর্ড কর্তৃক এই তহবিল ব্যবহৃত হইবে।

(৩) বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে বোর্ডের অর্থ জমা রাখা হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন নিরাপত্তা জামানতে ইহার এই তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১১. **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বোর্ড বাংলাদেশে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২. **সেস্ (Cess) আরোপ** - (১) বোর্ড এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইহার কার্যকারিতা আরম্ভের তারিখ হইতে বোর্ড সকল ফিলেচারের কাঁচা রেশম ও চরকায় তৈরী পাকানো রেশম সূতার উপর বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সেস্ (Cess) আরোপ ও আদায় করিবে।

(২) রিলারগণ নোটিশ প্রাপ্তির এক মাসের মধে বোর্ডের চাহিদা মোতাবেক ফিলেচারে উৎপাদিত কাঁচা রেশম ও চরকায় উৎপাদিত পাকানো রেশম সূতার উপর আরোপিত সেস্ বোর্ডের নিকট প্রদান করিবে।

(৩) এই সেস্ ভূমি রাজস্বের বকেয়ার ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য নিম্নোক্তভাবে সেস্ (Cess) নিরুপন করা হইবে -

(ক) সেস্ (Cess) নির্ধারণের সময় উলে-খ করিয়া বোর্ড সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারী করিবে, এবং

(খ) সেস প্রদানে বাধ্য প্রত্যেক ব্যক্তি প্রবিধানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎপাদিত কাঁচা রেশম ও চরকায় উৎপাদিত পাকানো রেশম সূতা হইতে আহরিত মোট সিল্কের পরিমান উলে-খপূর্বক বোর্ডের নিকট একটি রিটার্ন দাখিল করিবে

(৫) কোন সেস্ (Cess) প্রদানকারী ধারা ৪-এর উপ-ধারা (খ)-তে বর্নিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডের নিকট রিটার্ণ দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় বা, বোর্ড যদি দাখিলকৃত রিটার্ণ ত্রুটিযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ মর্মে বিশ্বাস করিবার কারন আছে বলিয়া মনে করে তাহা বোর্ড প্রবিধান অনুযায়ী যেইভাবে যত টাকা সেস্ (Cess) প্রদানযোগ্য মনে করিবে বোর্ড তত টাকা সেস ধাৰ্য করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন সেস্ (Cess) নির্ধারণের প্রেক্ষিতে সংকক্ষুব্ধ কোন সেস্ (Cess) প্রদানকারী উপ-ধারা (২) অনুযায়ীনোটিশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে এই কর নির্ধারণ বাতিল বা সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার বোর্ড ও সেস্ (Cess) প্রদানকারীর শুনানী গ্রহনান্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ জারী করিবে এবং উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) আহরিত সেস্ (Cess) হইতে বাদ দিয়া, যদি থাকে, অবশিষ্ট অর্থ বোর্ডের তহবিলে জমা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিচালিত বোর্ডের কর্মচারীদের কল্যানার্থে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বাবদ এবং বোর্ডের কর্মকান্ড পরিচালনায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

১৩. বাজেট - বোর্ড সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক বৎসর পরবর্তী বৎসরের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের বিবরণী এবং ঐ বৎসরের জন্য চাহিদাকৃত অর্থের পরিমান সম্বলিত বার্ষিক বাজেটে বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করিবে ।

১৪. হিসাব ও নিরীক্ষা - (১) বোর্ড যথাযথভাবে ইহার হিসাব এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ড রক্ষনবেক্ষণ করিবে এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক হিসাবে অভিহিত, এর সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত ফরমে এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত সাধারণ নিদের্শনা অনুসারে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বোর্ডের হিসাব বাংলাদেশ চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস অর্ডার, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের পি, ও নং-২) এর বিধান অনুযায়ী চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস মর্যাদার ন্যুনপক্ষে দুইজন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে যাহারা সরকার কর্তৃক উপযুক্ত পারিতোষিকে নিযুক্ত হইবেন এবং এই ধরনের পারিতোষিক বোর্ড কতৃক প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহাই থাকুক না কেন মহা-হিসাব নিরীক্ষক যে কোন সময় স্ব-উদ্যোগে অথবা সরকারের অনুরোধক্রমে, প্রয়োজনবোধে বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নিরীক্ষার সময় মহা-হিসাস নিরীক্ষক কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বোর্ডের হিসাব-বহি এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যে স্থান বা স্থানসমূহে নিরীক্ষার জন্য চাহিবেন, বোর্ড সেই মোতাবেক উপস্থাপন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে বোর্ডের বার্ষিক স্থিতিপত্র এবং অন্যান্য হিসাবের একটি কপি সরবরাহ করা হইবে এবং তিনি হিসাব বহি ও সংশ্লিষ্ট ভাউচারসমূহ একত্রে পরীক্ষা করিবেন এবং বোর্ড কর্তৃক রক্ষিত সকল বহির তালিকা প্রদান করিবেন এবং যুক্তি সংগত সময়ে বোর্ডের সকল হিসাব-বহি এবং অন্যান্য দলিলাদি পরীক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে এবং উক্ত বোর্ডের যে কোন কর্মকর্থা বা সদস্যকে সংশ্লিষ্ট হিসাবের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) অডিটরগণ বোর্ডের ব্যালান্স সীট ও হিসাব বহিতে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি তুলিয়া ধরা হইয়াছে কিনা এবং তাহাতে বোর্ডের বিষয়াদি সত্য ও শুদ্ধভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবে এবং এতদবিষয়ে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী সকল তথ্যাদি ও ব্যাখ্যা বোর্ড প্রদান করিয়াছে কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহা সন্তোষজনক কিনা ইত্যাদি তথ্য উলে-খ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৬) বোর্ড নিরীক্ষা প্রতিবেদন উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংশোধনীর জন্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত যে কোন নিদের্শনা মানিয়া চলিবে।

১৫. অডিট বিবরণী, ইত্যাদি - (১) বোর্ড যত শীঘ্রই সম্ভব, প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী মন্তব্যসহ, যদি থাকে, এতদবিষয়ে ঐ বৎসরের কর্মকান্ডের উপর একটি বার্ষিক বিবরণীও সরকারের নিকট দাখিল করিবে

(২) বোর্ড সময়ে সময়ে, সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিবরণী, রিটার্ন ও প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

১৬. **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি**-বোর্ড ইহার কার্যাদি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের নিমিত্ত প্রবিধানে নির্ধারিত শর্তাধীনে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বোর্ড কর্তৃক কোন পদ সৃজন করা যাইবে না।

১৭. **ক্ষমতা অর্পন** - (১) বোর্ড, এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানে নির্ধারিত শর্তাধীনে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে ইহার যে কোন ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে।

(২) অনুরূপভাবে চেয়ারম্যান এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধান অনুযায়ী তাহার উপর অর্পিত, উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, যে কোন ক্ষমতা বোর্ডের যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৮. **বোর্ডের বিলুপ্তি** - এই বোর্ড বিলুপ্তিকরনের ক্ষেত্রে কোম্পানী আইনের কোন বিধান প্রযাজ্য হইবেনা এবং সরকারের নির্দেশ ব্যতীত ইহা বিলুপ্ত হইবে না

১৯. **দায়মুক্তি (Indemnity)** - এ অধ্যাদেশের অধীনে বোর্ড বা বোর্ডের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কোন কর্মচারী কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজ বা করিবার অবিপ্রায়ের জন্য তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা আইনগত কার্যধারা গ্রহন করা হইবে না।

২০. **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা** - সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১. **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা** - (১) বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এই অধ্যাদেশ এবং বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এ ধারার অধীন প্রণীত সকল প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং এইরূপ প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর হইবে।

২২. **সেরিকালচার স্থাপনা সমূহ স্থানান্তর, ইত্যাদি** - আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে, কোন চুক্তি বা সম্মতিতে বা দলিলে বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যাহার কিছুই থাকুক না কেন

(ক) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৫(১৯৭৫ সনের ই,পি এ্যাক্ট নং১৬) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রেশম সম্প্রসারণ কর্মসূচী ও রেশম বীজাগারসমূহ এবং রেশম কারখানাসমূহ অতপরঃ রেশম স্থাপনাসমূহ নামে অভিহিত, এই বোর্ডে স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

(খ) উক্ত সেরিকালচার স্থাপনাসমূহের সকর সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধাদি এবং সকল প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ অর্থ ও ব্যাংক ব্যালান্স এবং এগুলো হইতে প্রাপ্ত স্বার্থ ও অধিকার এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদ ও সকল হিসাবের বহি, রেজিষ্টার, রেকর্ডস এবং অন্যান্য দলিলাদি এই বোর্ডে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) উক্ত সেরিকালচার স্থাপনাসমূহ স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহার যে কোন প্রকারের ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা বোর্ডের ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা হিসাবে পরিগণিত হইবে।

(ঘ) উক্ত সেরিকালচার স্থাপনাসমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী, যদি কোন চুক্তি বা সম্মতি বা চাকুরীর শর্তাবলীতে যাহাই কিছু থাকুক না কেন বোর্ডে ন্যস্ত হবে এবং তাহারা পূর্বে প্রযোজ্য চাকুরীর শর্তে যদি না ঐ সময়ে চাকুরীর শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন করা হইয়া না থাকে যাহা তাহাদের অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে, বোর্ডের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) উক্ত সেরিকালচার স্থাপনাসমূহ হস্তান্তরের পূর্বে ইহার বিরুদ্ধে বা পক্ষে যেই সকল মামলা বা আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল উহা বোর্ডের পক্ষে বা বিরুদ্ধে বলিয়া গণ্য হইবে।

ঢাকা
২৮ ডিসেম্বর,১৯৭৭

জিয়াউর রহমান, বি ইউ,
মেজর জেনারেল,
প্রেসিডেন্ট।

এ,কে, তালুকদার

উপ-সচিব